চম্পা রানি তার পাঁচ ভাই বোনের মাঝে সবচেয়ে ছোট।তার বাবা মা খুবই কর্মঠ মানুষ ছিলেন যারা আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।তবে,এটা পর্যাপ্ত ছিলনা এই বড় পরিবারের জন্যে।সেই হিসেবে তার বাবা মা তাদের সবার জন্য সমানভাবে সব করতে পারছিলনা,যার ফলে চাম্পাকে তাড়াতাড়ি বিয়ের ঝুঁকিতে পড়তে হয়।যখন তাদের পরিবার আর্থিক সংকটে ভুগছিল তখন চম্পার চাচা এবং চাচী তাদের বড় ছেলের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।এইরকম বিয়ে গ্রামে খুবই সাধারণ হওয়ায় তার বাবা মা প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান।

চম্পার বাবা আশি হাজার টাকা কিস্তিতে দিতে রাজি হন যা যৌতুক নামেও পরিচিত।তিনি ভেবেছেন এটি তার জন্যে আর্থিক বোঝা কমানোর একটি ভালো সুযোগ,কেননা তার ফলে আগামী বছর গুলোতে তাকে চম্পার জন্যে কোন কিছু করতে হবেনা।এছাড়া তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে চম্পার সাথে ভালো ব্যবহার করবে তারা, কারণ নতুন শ্বশুরবাড়িতে কোন মেয়ে নেই। এটা তাকে আরও নিশ্চিত করে যে তার মেয়ে একটি নিরাপদ জীবন যাপন করবে।

চম্পার খুব সামান্য ধারণা ছিল কি ঘটে চলছে।যখন সে তার এক আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে যায়,তখন তার আন্টি তাকে দেখে এবং জোর করে তাকে অন্যত্র নিয়ে যায়।সেদিনই তার চাচাতো ভাইকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় সে। যদিও তার বাবা উপস্থিত ছিলেন সেখানে, কিন্তু তিনি পুরোটা সময় চুপ করেই ছিলেন|১২ বছর বয়সের দরিদ্র মেয়ে চম্পার নিজের বিয়ের উপর কোন মতামত ছিল না।

তার নতুন বাড়িতে প্রথম বছর ভালোই কেটে গিয়েছে।

কিন্তু তার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে তার বিরুদ্ধে।তার স্বামী রিকশাওয়ালা এবং সামান্য উপার্জনের মাঝেও অনেক ঋণ এর মাঝে ছিল।সেইজন্যেই স্বামী যৌতুকের উপর জোর দেন এবং চাম্পাকে তার বাবার কাছ টাকা আনতে বাধ্য করেন।যদি যৌতুক সঠিক সময়ে না পেতো তখন চাম্পাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হতো।তখন আবার চম্পা গর্ভবতী হয়ে যায়।গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর কেউ তার যত্ন নেয়নি। চম্পা একটি সুন্দরী কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরও অপুষ্টির কারণে সে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেনি ঠিক মত।

তারিমধ্যে, ইমেজ প্লাস প্রকল্প বটলাগারি ইউনিয়নে কাজ শুরু করে যেখানে চম্পার বাস ।

চম্পার প্রতিবাদী চেতনা তাকে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এক সেশনে যুগ দিতে সাহায্য করে ,যেখানে সে তার উপর করা অন্যায় বুঝতে পারে।সহিংসতার একটি পর্বে চম্পার চোখ গুরুতরভাবে আহত হয়, এরপর তিনি তার নির্যাতিত স্বামীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।তারপর ইমেজ প্লাস এবং ইউনিয়ন পরিষদের সাহায্যে তার বৈবাহিক জীবনের সমাপ্তি ঘটায়।সেদিনই চম্পা তার স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়িতে ফিরে যান। চম্পার স্বামী আদালতের প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয় তখন এবং শেষ পর্যন্ত চম্পার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।স্বামী তাকে মামলা প্রত্যাহার করতে বলে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা এবং ফ্যামিলি ক্লাবের মিটিং থেকে, চম্পা তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন।

: চম্পা এখন জেনে গিয়েছে যে দেশের সর্বত্রই প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মেয়ে এই ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হচ্ছে। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার প্রতি তার মনোভাব পুনর্গঠনে তাদের সাহায্য এবং সমর্থনের জন্য সে ইমেজ প্লাস প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ। সে সবাইকে একটি সহজ বার্তা শেয়ার করার অনুরোধ জানিয়েছেন তা হল- "প্রতিটি মেয়ের লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত।"

ছবির শিরোনাম: চম্পা লড়াই চালিয়েছে সহিংসতার বিরুদ্ধে যাঁর ফলে সে তার নিজের শক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে।

সারসংক্ষেপ লিখা: চম্পা এখন জানে যে লক্ষ লক্ষ মেয়ে প্রতিদিন এবং দেশের সর্বত্র একই ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হয়। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার প্রতি তার মনোভাব পুনর্গঠনে তাদের সাহায্য এবং সমর্থনের জন্য তিনি ইমেজ প্লাস প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ।